দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

গবেষণা কাজে সহায়তায় বিত্তরা এগিয়ে আসুন

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্যকে আমরা চিহ্নিত করেছি। এ সমস্যা সমাধানের জন্য হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে বেছে নিয়েছি।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোঃ শাহাদত আলী, অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান, বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কাজী মাহবুব উল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক আবেদ খান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বেগম জেবুন্নেসা উপাচার্যের কাছে ২০ লাখ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশের গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আর এ কাজে সহায়তার জন্য দেশের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবকিছুর সাথে এর শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিতে হবে। প্রতিযোগিতার যুগে গতানুগতিক শিক্ষানীতি দিয়ে কাজ হবে না। এ জন্য নতুন এবং আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা ক্ষমতায় আসার পর অঙ্গীকার করেছিলাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শান্ত রাখতে হবে। আর এ জন্য চাই সকলের সহযোগিতা। এক সময় ছিল যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন গুলির আওয়াজ পাওয়া যেত, এখন অন্তত প্রতিদিন শুনতে পাওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখলের এবং লুটপাটের যে ধারা ছিল আমরা ক্ষমতায় আসার পর তা বন্ধ হয়েছে। আমরা ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন করে জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন করা।

শেখ হাসিনা বলেন, দীর্ঘদিন লড়াই, সংগ্রাম করে দেশে গণতন্ত্র এনেছি। এখন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি।

যশোরে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভামঞ্চে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমি যদি বিরোধীদলে থাকতাম তাহলে ওই দিনের সংসদ অধিবেশনে এ বিষয়টি উত্থাপন করতাম; কিন্তু তারা সেদিন এ ব্যাপারে কোন কথাই বলেননি।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে ইতিহাস বিকৃতির হিড়িক শুরু হয়েছিল। প্রতিটি জায়গায় এ কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। কিন্তু সত্যকে কখনো মুছে ফেলা যায় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আজ তাই ঘটেছে।